দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

251

মতামত

"বিশ্ববিদ্যালয় লাঠি নয় ঠ্যাং ধরুন"

গত ১৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে "বিশ্ববিদ্যালয় লাঠি নয়, ঠ্যাং ধরুন" শীর্ষক সম্পাদকীয়টি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার ব্যাপারে সরকার, প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য তাঁরা কয়েকটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন ও করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছাত্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশও জারি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এই উদ্যোগ কি পরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত কিছু ছাত্রের বিরুদ্ধে না কি দায়ী সকলের বিরুদ্ধে নেয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষ তথা প্রশাসনকে তা ভালভাবে দেখতে হবে। যদি পরিকল্পিতভাবে কিছু চিহ্নিত ছাত্রের বিরুদ্ধে নেয়া হয় তবে সে ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আর যদি তা দায়ী সকলের বিরুদ্ধে নেয়া হয় তবে তা ছাত্র অভিভাবক তথা সকলের সমর্থন পেতে বাধ্য। মাননীয় উপাচার্য সকল অভিভাবকের নিকট চিঠির মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করেছেন। নিঃসন্দেহে সকল অভিভাবক চান তাদের সন্তানেরা সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শেষ করে পরিবার তথা জাতির সেবা করুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু অভিভাবকদের সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রথমে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রসঙ্গে বলছি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রায় সকল বিদ্যাপীঠেই শিক্ষকগণ শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তথা বিভিন্ন পন্থী হিসাবেও নিজেদের চিহ্নিত করেন।

এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা নানা উপায়ে বিভিন্ন ছাত্র ও সংগঠনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেন। এর প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শুধু ছাত্রদেরই দায়ী না করে ঐসব শিক্ষকদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদেরও যথাযথ শাস্তির বিধান করতে হবে। তাছাড়া সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও অনুরূপ চিঠির মাধ্যমে তাদেরও সহযোগিতা কামনা করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা না পেলে জনগণের অবগতির মাধ্যমে তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আর যদি ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলা সম্ভব না হয় তবে তা ব্যক্তিগত পর্যায়েও হতে পারে।

—মোঃ ইকবাল
১নং কান্দিরপাড়া
কুমিল্লা।